45

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15-JUN 1997
পৃষ্ঠা · ৪ কলাম .. ১ ...

এরা কি সুইডেন আসলামের চেয়ে কম ভয়াবহ

শিক্ষা বোর্ডে অনিয়ম, অব্যবস্থা ও দুর্নীতি সম্পর্কে স্থায়ী অভিযোগ লেগেই আছে। পরীক্ষা গ্রহণ, খাতা দেখা ও ফল প্রকাশে কারচুপির অভিযোগও নতুন নয়। শিক্ষা বোর্ডের কিছুসংখ্যক দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দুর্নীতি ও দায়িত্বহীনতার মতো অপরাধে প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন নষ্ট হচ্ছে। অথচ এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন নজর আছে সেটা বলা যাবে না। যেন বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জীবনের কোন মূল্য নেই। শিক্ষা বোর্ডের যেকোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ইচ্ছামতো তাদের শিক্ষাজীবন ধ্বংস করে দেয়া যায়। আজ পর্যন্ত এর জন্যে কোন শিক্ষা বোর্ডের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন সরকারই উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেনি বা করতে পারেনি। শিক্ষার্থীদের জীবন ধ্বংসকারী বোর্ড কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নির্বিবাদে শিক্ষার্থীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। কোন জবাব কাউকে দিতে হয় না, বিচারের সম্মুখীন হতে হয় না, শাস্তি ভোগ করার তো প্রশ্নই উঠে না।

সম্প্রতি আরো একটি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের বিরুদ্ধে। চট্টগ্রামের পাঁচটি শিক্ষক সমিতি পরীক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি করার অভিযোগ উত্থাপন করেছে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের বিরুদ্ধে। শিক্ষক সমিতিগুলো অভিযোগ করেছে যে, চট্টগ্রাম বোর্ড এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষা অর্ডিন্যান্স-এর নিয়ম ভঙ্গ করেছে। বোর্ড নিজেদের খেয়াল খুশিমত পদ্ধতিতে পরীক্ষার হেড এক্সামিনার ও এক্সামিনার নিয়োগ করছে। ইংরেজি পরীক্ষার উত্তরপত্র দেখার জন্যে সংস্কৃতের শিক্ষককে এক্সামিনার নিয়োগ করা হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত শিক্ষক সমিতি উল্লেখ করেছে।

অভিনব বটে! সংস্কৃতের শিক্ষক দেখবেন ইংরেজি পরীক্ষার উত্তরপত্র। নিশ্চয়ই কোন বোর্ড কর্মকর্তা বা কর্মচারীর অথবা তাদের কারো স্ত্রীর নিকটআত্মীয়। না হয় অর্থের বিনিময়ে হয়েছে খাতার বিলি-বন্টন। এরকম আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে বলে শিক্ষক সমিতি অভিযোগ করেছে। এমনকি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় খাতা বন্টনের ক্ষেত্রে ঘুষ নিয়ে থাকে বলেও শিক্ষক সমিতি অভিযোগ করেছে। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান সংবাদপত্রে জানিয়েছেন যে, অভিযোগসমূহ তদন্ত করে দেখা হবে এবং দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

চট্টগ্রাম বোর্ড চেয়ারম্যান কতটুকু তদন্ত করতে পারবেন, বা আদৌ পারবেন কিনা বলা কঠিন। তদন্তের পর যদি কাউকে দোষী পাওয়া যায় তার বিরুদ্ধেও কোন ব্যবস্থা নিতে পারবেন কিনা সেটা বলা আরো কঠিন। কারণ ছাত্রজীবনের এমন নীরব হত্যাকারীরা দীর্ঘদিন ধরে দাপটের সঙ্গে দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলোতে তাদের ঘৃণ্য অপরাধ চালিয়ে আসছে। এদের সঙ্গে বোর্ডের বাইরে কিছু অসাধু শিক্ষকও যে জড়িত রয়েছে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। শিক্ষক সমিতিগুলো বোর্ডের বিরুদ্ধে যথার্থ কিছু অভিযোগ উত্থাপন করেছে, কিন্তু বোর্ড একা তো আর অপরাধ করেনি। যারা অনিয়ম করে, ঘুষ দিয়ে খাতা নিয়েছে সেই সব শিক্ষকরাও সমান অপরাধী। কই? তাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা তো শিক্ষক সমিতি বলেনি। শিক্ষক সমিতি কি সেই সব শিক্ষককে তাদের সমিতি থেকে বাদ দিয়েছে, এটা সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন করা যেতে পারে।

আসলে শিক্ষা বোর্ডের কতিপয় কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং কিছুসংখ্যক অসাধু শিক্ষক, দুর্নীতির মহোৎসব চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনকে হত্যা করছে। ছাত্রছাত্রীদেরকে জিম্মি করে ধ্বংস করে দিচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে।

এখনো যদি এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সরকার, তবে আর কবে ব্যবস্থা নেবে? বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন ধ্বংস হয়ে বাংলাদেশ যখন গভীর অন্ধকারে ডুবে যাবে তখন? আমরা দাবি করছি এখনই, এই মুহূর্তে এইসব ঘৃণ্য অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করা হোক। এরা সুইডেন আসলামের চেয়ে কম ভয়াবহ এবং ক্ষতিকারক নয়।